গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

দ্রুত পুনরুদ্ধারে দিকনির্দেশনামূলক মূলনীতিসমূহ

পটভূমি

বাংলাদেশ সরকার ও এদেশে মানবিক কর্মকান্ড পরিচালনাকারী সংস্থাসমূহ যৌথভাবে স্থানীয় প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি স্থানীয় দ্রুত পুনরুদ্ধার সমন্বয় কৌশল গড়ে তুলেছে। তবে বৈশ্বিক দৃষ্টান্তসমূহ বিবেচনায় রেখে এবং এদেশের স্থানীয় প্রেক্ষাপটের সাথে সম্পর্কিত বাস্তবতাসমূহের ভিত্তিতে এটি প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে।

যদিও প্রতিটি দুর্যোগের ঘটনা ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে, তবুও স্থানীয় ও বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে দুর্যোগের প্রতি সাড়াদান যাতে ধারাবাহিকভাবে যথার্থতা ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা যায় সেজন্য কতিপয় আদর্শগত নীতিমালা অনুসরণ করা প্রয়োজন।

দ্রুত পুনরুদ্ধার হচ্ছে দুর্যোগের পর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার একটি বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া, যা মানবতার আদর্শে উজ্জীবিত। এর মূল উদ্দেশ্যই হলো একটি টেকসই, জাতীয়ভিত্তিক সহনশীল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রুত দুর্যোগ পরবর্তি সংকটসমূহ কাটিয়ে পূর্বাবস্থায় অথবা তার চেয়ে ভাল অবস্থানে ফিরিয়ে আনা। মানবিক কার্যক্রম ও পরিপূর্ণ উন্নয়ন কার্যক্রমের মাঝে ঘাটতি দূর করার জন্য দুর্যোগ ঘটার পরপরই দ্রুত পুনরুদ্ধার কার্যাবলী শুরু করা উচিত।

প্রণয়ন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশের দ্রুত পুনরুদ্ধারের দিকনির্দেশানমূলক মূলনীতিসমূহ সাধারণ, ক্রস-কাটিং ও মূল্যবোধ-ভিত্তিক মানদন্ড নিয়ে গঠিত যার মূল লক্ষ্য হলো দুর্যোগে সাড়াদানের দ্রুত পুনরুদ্ধার পর্যায়ে অধিকার ভিত্তিক ধারণার সমন্বয় সাধন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে, এবং দ্রুত পুনরুদ্ধার সমন্বয়ের প্রধান সংস্থা হিসেবে এর সক্ষমতা অনুযায়ী ইউএনডিপি কর্তৃক প্রদত্ত সহায়তার ভিত্তিতে আলোচনা ও পরামর্শের মাধ্যমে প্রণীত দিকনির্দেশনামূলক মূলনীতিসমূহ একগুচ্ছ আন্ত-ক্লাস্টার ভিত্তিক স্ব-নিয়ন্ত্রিত মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত। মানবিক সাড়াদান কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহকে তাদের নিজ নিজ কর্মকান্ডে আরো সঠিকভাবে লক্ষ্য নির্ধারণ, কাঙ্খিত মাত্রায় তথ্য বিনিময়, দূরদর্শীতাসম্পন্ন দর্শন অনুসরণ, এবং "কোনো ক্ষতিসাধন নয়", জেন্ডার সাম্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মকান্ড প্রভৃতির মতো সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত মানবিক মূল্যবোধ অনুসরণ করতে সাহায্য করবে।

দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে যে সকল প্রধান খাতে দ্রুত পুনরুদ্ধার সাড়াদানের প্রয়োজন হতে পারে দিক নির্দেশনামূলক নীতিমালাসমূহের প্রত্যেকটিকে সে সকল খাতের উপযুক্ত করে প্রণয়ন করার প্রচেষ্টা প্রদান করা হয়েছে। বিজ্ঞাপিত খসড়াতে স্টেকহোল্ডারদের নিকট হতে প্রাপ্ত ফিডব্যাক ও পরামর্শসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে, এই বিজ্ঞাপিত খসড়াটি হবে একটি চলমান দলিল যা নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিনিয়ত পরিমার্জিত হতে থাকবে।

দিকনির্দেশনামূলক নীতিমালা প্রয়োগের উদ্দেশ্য ও কৌশল

মানবিক ক্লাস্টারসমূহের অধীনে সংগঠিত বাংলাদেশে সকল মানবিক এ্যাক্টর তাদের নিজ নিজ কৌশল, কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রণয়ন, হালনাগাদ, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই নীতিমালাসমূহ অনুসরণ করবে। তবে ক্লাস্টারসমূহ তাদের নিজ নিজ খাত ও বিষয় ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট ম্যান্ডেট অনুসারে এসকল নীতিমালার প্রয়োগ ও বিশদ ব্যাখ্যা নির্ধারণ করবে। উদাহরণস্বরূপ, "সর্বাপেক্ষা বিপদাপন্ন কেন্দ্রিকতা" একটি সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত নীতি, তবে কোনো নির্দিষ্ট ক্লাস্টার তার নিজস্ব খাত ও বিষয় অনুসারে "বিপদাপন্নতা" নির্ধারণ করার প্রয়োজন বোধ করতে পারে। প্রতিটি ক্লাস্টার সার্বিকভাবে এই বৃহত্তর আদর্শগত কর্মকাঠামোর ভিত্তিতে তার কার্যক্রম পরিমার্জনা করতে নিজ খাতের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট ফিল্টার, চেকলিস্ট বা মূল্যায়ন টুলসমূহ গড়ে তুলতে পারে।

মূলনীতি	খাদ্য ও পুষ্টি	পানি ও স্যানিটেশন	স্বাস্থ্য	আশ্রয় ও গৃহায়ন	নিরাপত্তা	শিক্ষা
সর্বোচ্চ বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী কেন্দ্রীক কর্মসূচি	খাদ্য ও পুষ্টি সাহায্য কর্মসূচি সমাজের সর্বোচ্চ বিপদাপন্ন অংশ, যেমন অতি দরিদ্র, সম্পদহীন, নিঃস্ব, মাতৃপ্রধান পরিবার, শিশু, প্রতিবন্ধী ও বয়স্ক মানুষদেরকে উদ্দেশ্য করে প্রণীত হতে হবে। পুষ্টি সাহায্যের ক্ষেত্রে গর্ভবতী, দুগ্ধদাত্রী মা, তরুণী মেয়ে এবং ৫ বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।	অস্থায়ী জনবসতি, প্রান্তিক ভূমি, বা আপদকালীন অস্থায়ী বাড়িঘরে বসবাসকারী ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	সর্বাধিক রোগবালাই প্রবণ মানুষ ও এলাকাসমূহকে তত্ত্বাবধান ও সাড়াদানের জন্য লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে।	আশ্রয় প্রদান ও গৃহ পুনরুদ্ধার কর্মসূচিতে নারী প্রধান পরিবার, প্রতিবন্ধী, এতিম ও ভূমিহীনদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।	জেন্ডার, জাতিগোষ্ঠী, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, শারীরিক সক্ষমতা, বিশ্বাস বা অন্যান্য শ্রেণী নির্বিশেষে সকল আক্রান্ত মানুষের কল্যাণ ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।	শিক্ষাখাতের সুবিধাদি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় দূরবর্তী বিচ্ছিন্ন এলাকা, সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠী, নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।
সক্ষমতা ফিরিয়ে আনা	সরকার ও খাদ্য সরবরাহ এবং বিতরণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং বাজার ব্যবস্থায় অনাকাঙ্খিত বিচ্যুতি রোধ করতে খাদ্য সরবরাহ প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।	পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কাজে নিয়োজিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করতে হবে।	রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদি স্বাস্থ্যসেবা চলমান রাখতে প্রয়োজনীয় উপকরণাদি দিয়ে সহায়তা করতে হবে।	আবাসন পুনঃনির্মাণে পরিস্থিতি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট সেবা প্রদানের জন্য আবাসন সম্পর্কিত পুনরুদ্ধারে স্থানীয় পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।	সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অধিকার ও মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে তৃণমূল, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি/শক্তিশালী করতে হবে।	ভৌত অবকাঠামো ও জনবলের সক্ষমতার ক্ষয়ক্ষতিকে অনতিবিলম্বে জরুরি পুনর্নির্মাণ অথবা স্যানিটেশন সুবিধাসহ অস্থায়ী স্কুল এবং নতুন করে নিয়োগদান/পরিবর্তনের মাধ্যমে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।
মানুষের জীবিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা	জীবনধারণের প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদন ও আমদানিকৃত খাদ্য বিতরণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের স্থানীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।	কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পানি ও স্যানিটেশনসহ সকল পদক্ষেপে স্থানীয় দক্ষতা ও মানব সম্পদের যথাসম্ভব সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে।	কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসহ সকল পদক্ষেপে স্থানীয় দক্ষতা ও মানব সম্পদের যথাসম্ভব সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	কর্মসংস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে আশ্রয় পুনঃনির্মাণে স্থানীয় শ্রমশক্তির যথাসম্ভব সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	জীবিকা পুনঃপ্রতিষ্ঠা কৌশল প্রণয়নে স্বল্প সম্পদের অধিকারী বা পুরোপুরি সম্পদহীন এবং দুর্যোগের ফলে বিপদাপন্নতা বৃদ্ধি পেয়েছে এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।	সাধারণ শিক্ষা, এবং কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে এমন দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ এবং চলমান রাখতে হবে।
নিরাপদ মানব উন্নয়নে অর্জন	দেশের অন্যান্য এলাকার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত না করে আক্রান্ত এলাকার খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির মান বৃদ্ধি করতে হবে।	অন্যান্য এলাকার পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাকে বিঘ্নিত না করে আক্রান্ত এলাকায় পানি ও স্যানিটেশনের আওতা বৃদ্ধি করতে হবে।	অন্যান্য এলাকার স্বাস্থ্য সেবাকে বিঘ্নিত না করে আক্রান্তস্বাস্থ্য সেবার আওতা বৃদ্ধি করতে হবে।	অন্যান্য এলাকায় সেবা প্রদান বিঘ্নিত না করে আক্রান্ত সকলের জন্য নিরাপদ আশ্রয় নিশ্চিত করতে হবে।	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর মানবিক উন্নয়নের অর্জনসমূহ রক্ষা এবং টেকসই করতে হবে।	আক্রান্ত এলাকাসমূহসহ সমগ্র দেশের সর্বজনীন স্বাক্ষরতা ও স্কুলে ভর্তির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করতে হবে।
দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস	টেকসই ও অভিঘাত সহনশীল খাদ্য নিরাপত্তা কৌশল অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।	পানি ও স্যানিটেশন সেবা পুনরুদ্ধার ও পুনঃস্থাপনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের আপদ সংক্রান্ত অভিঘাতে টিকে থাকার সক্ষমতাকে নিশ্চিত করতে হবে।	স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জরুরি পরিস্থিতিতে চাহিদা পূরণের সক্ষমতা নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।	গৃহ পুনঃনির্মাণ কর্মকান্ড এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হতে হবে যাতে পুনঃনির্মিত ভবনসমূহ ভূমিকম্প ও অন্যান্য ঝুঁকি সহিষ্ণু হয়।	সমাজের সবচেয়ে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিহ্রাস নিশ্চিত করতে বিশেষ প্রাতিষ্ঠানিক কৌশল গড়ে তুলতে হবে।	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরন এবং দুর্যোগকালীন শিক্ষার বিষয়সমূহ, শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা এবং প্রণয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে হবে।
সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্তকরণ	আক্রান্ত এলাকাতে টেকসই খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে একটি নিয়ন্ত্রিত বাজার অর্থনীতির মডেল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	পানি ও স্যানিটেশন খাতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মডেল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	সরকারি, বেসরকারি ও সেচ্ছাসেবী খাতের মাঝে একটি সন্তোষজনক ও মানসম্মত সেবা ভিত্তিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে হবে।	মূল্যস্ফীতি রোধে বেসরকারি খাতের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং আশ্রায়নে নিরাপত্তার মানদন্ড অনুসরণ নিশ্চিত করতে সুশীল সমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।	সবচেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অধিপরামর্শমূলক সুশীল সমাজ ভিত্তিক সংগঠনসমূহকে সম্পৃক্ত করতে হবে।	শিক্ষা প্রসার, শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্যোগ ঝুকি প্রশমন এবং দুর্যোগকালীন শিক্ষার ক্ষেত্রে সুশীল সমাজ ভিত্তিক সংগঠনসমূহের ভূমিকাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে। শিক্ষা বিস্তারে বেসরকারি খাতের ভূমিকা স্বীকৃত ও নিয়ন্ত্রিত হতে হবে।
স্বাধীনতা এবং আত্মনীর্ভরশীলতা	জীবনধারণের জন্য প্রধান খাদ্য শস্য উৎপাদন, সরবরাহ ও বন্টণের সাথে সম্পৃক্ত এ্যাক্টর ও রাষ্ট্রের সক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং বাজার ব্যবস্থায় অস্বাভাবিক বিচ্যুতি রোধকল্পে সম্পুর্ন প্রক্রিয়াকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।	পানি ও স্যানিটেশনের প্রযুক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিকল্প সমূহ স্থানীয় সামর্থ্যের মধ্যে এবং বাহ্যিক সাহায্যের উপর ন্যূনতম নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে প্রনীত হতে হবে।	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য খাতের সাথে কার্যকরভাবে সামঞ্জস্য রাখতে স্বাস্থ্য খাতের স্থানীয় সক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে হবে।	আশ্রয় পুনঃপ্রতিষ্ঠায় স্থানীয় উপকরণাদি ও জ্ঞানের সর্বোচ্চ ব্যবহারে জোর দিতে হবে এবং ভূমিকম্প জনিত আপদে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।	বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় পর্যায়ের সামাজিক ও আইনি প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করতে হবে।	দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকাগুলোতে সামাজিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা বৃদ্ধি, শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্যোগ ঝুকি প্রশমন এবং দুর্যোগকালীন শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রমাণিত মডেলসমূহের প্রসার ঘটাতে হবে।
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	খাদ্য সংগ্রহ ও বিতরণ সম্পর্কিত তথ্য নথিভুক্ত করতে হবে এবং তা সরকারি তথ্যভান্ডারে সংরক্ষণ ও সহজলভ্য করতে হবে।	স্থানীয় কমিউনিটির সাথে নিবিড়ভাবে পরামর্শ করে এবং জনসাধারণের নিকট জবাবদিহিতার জন্য সুস্পষ্ট নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়ের ভিত্তিতে পানি ও স্যানিটেশন সংক্রান্ত সকল প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হবে।	স্থানীয় কমিউনিটির সাথে নিবিড়ভাবে পরামর্শ করে এবং জনসাধারণের নিকট জবাবদিহিতার জন্য সুস্পষ্ট নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয়ের ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত সকল প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হবে।	আশ্রয় পুনর্নির্মাণের সুবিধাভোগের অধিকার সম্পর্কিত সকল বিষয়াবলী সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে, এবং সুনির্দিষ্ট ও সহজবোধ্য অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও ফিডব্যাক প্রক্রিয়ার মধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।	আক্রান্ত মানুষের গোপনীয়তা ও আত্মমর্যাদা রক্ষা ও আক্রান্ত বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর অভিযোগসমূহ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সুরাহা করতে হবে, এবং এতে সুস্পষ্ট রিপোর্টিং ও কেইস ব্যবস্থাপনা প্রটোকলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।	স্থানীয় কমিউনিটির সাথে যথাসাধ্য পরামর্শের ভিত্তিতে, এবং স্থানীয় পর্যায়ে নিয়োজিত কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা রেখে অবকাঠামো ও মানবসম্পদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।
স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি এবং ভর্তুকি ও বিকেন্দ্রীকরণ	কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে স্থানীয় এ্যাক্টরদের সাথে পরামর্শ করে সামষ্টিক পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং প্রকৃত বাস্তবায়নের দায়িত্ব যথাসম্ভব সর্বনিম্ন স্তরের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর উপরে অর্পণ করতে হবে।	তৃণমূল পর্যায়ে এবং সমাজ ভিত্তিক উন্নয়নের সফলভাবে প্রদর্শিত মডেল প্রয়োগ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়নমুলক উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন করতে হবে।	তৃণমূল পর্যায়ে এবং সমাজ ভিত্তিক উন্নয়নের সফলভাবে প্রদর্শিত মডেল প্রয়োগ করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়নমুলক উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন করতে হবে।	আবাসন পুনঃনির্মাণে স্থানীয় বেসামরিক কর্তৃপক্ষ এবং তৃণমূল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদেরকে প্রধান পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, বাস্তবায়নকারী ও নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকা পালন করতে হবে, এবং আঞ্চলিক ও ফেডারেল কর্তৃপক্ষ মানদন্ড নির্ধারণ ও পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করবে।	সবচেয়ে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা প্রদানে আঞ্চলিক ও ফেডারেল কর্তৃপক্ষের সাথে দক্ষ নেটওয়ার্ক রক্ষাকরণের মাধ্যমে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী ও ক্ষমতা প্রদান করতে হবে	শিক্ষা খাতের পুনর্গঠনে স্থানীয় বেসামরিক কর্তৃপক্ষ এবং তৃণমূল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদেরকে প্রধান পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, বাস্তবায়নকারী ও নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকা পালন করতে হবে, এবং আঞ্চলিক ও ফেডারেল কর্তৃপক্ষ মানদন্ড নির্ধারণ ও নজরদারির দায়িত্ব পালন করবে।
সমন্বয়	তথ্যের ঘাটতি ও পুনরাবৃত্তি রোধ করতে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বিতরণ সংক্রান্ত হিসাবের অঙ্কের সকল তথ্য নিয়মিতভাবে বিনিময় ও হালনাগাদ করতে হবে এবং একটি পাবলিক ডোমেইনের কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থায় সংরক্ষণ করতে হবে। উন্নয়নের সকল খাতের মাঝে যৌথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের চর্চা লালন করতে হবে।	যোগাযোগ উপকরণসমূহে অভিন্ন তথ্য উপস্থাপন নিশ্চিত করতে ও পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে অভিন্ন ধারণা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সরকার ও সুশীল সমাজ ভিত্তিক সংগঠনসমূহের মাঝে সমন্বয় বৃদ্ধি করতে হবে।	রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা খাতে কর্মরত সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষকে ঘনিষ্ঠভাবে পারস্পারিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হবে যাতে সুবিবেচনাপ্রসূত সম্পদ বরাদ্দ এবং কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধিতে ঘাটতি দূর করা যায়।	মৌলিক মানদন্ড ও সেবার আওতা নির্ধারণে সাম্য নিশ্চিত করতে অভিন্ন বার্তা, প্রশিক্ষণ উপকরন ও ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।	লক্ষ্যচ্যুত হওয়া ও কার্যকারীতা বিপন্ন হওয়া রোধ করতে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা প্রদান বিষয়ক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ ও বেসরকারি সংগঠনসমূহের মাঝে একটি পারস্পারিক বিনিময় ভিত্তিক তথ্য সেট, দর্শন ও ধারণা গড়ে তুলতে হবে।	সমন্বিত পদ্ধতিতে শিক্ষা খাতের পুনর্গঠনকে ত্বরান্বিত করার নিয়মিতভাবে পরিকল্পনা ও অর্জন সম্পর্কে তথ্য বিনিময় চর্চাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।
জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ	সকল তথ্য, প্রক্রিয়া ও হিসাবের অঙ্ক জেন্ডার অনুযায়ী আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে হবে, এবং জেন্ডার ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে হবে।	পানি ও স্যানিটেশন খাতে পুনরুদ্ধারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।	সকল তথ্য, প্রক্রিয়া ও হিসাবের অঙ্ক জেন্ডার অনুযায়ী আলাদাভাবে উপস্থাপন করতে হবে, এবং জেন্ডার ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সেবা চাহিদা পূরণ করতে হবে।	আশ্রয় ও গৃহায়ন খাতে পুনরুদ্ধারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।	প্রতিরোধমূলক ও প্রতিকারমূলক উভয় প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণে নারীকেন্দ্রীক প্রতিরক্ষা উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	সকল পুনরুদ্ধার পরিকল্পনাতে নারীর অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে নারীদের জন্য শিক্ষা বিষয়ক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তি	খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি বিষয়ক কমকান্ডে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সুবিধালাভের সুযোগ থাকতে হবে এবং পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে অগ্রাধিকার প্রদানে উৎসাহিত করতে হবে।	ওয়াশ (WASH) সুবিধাতে সকলের জন্য মৌলিক সেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুনির্দিষ্ট চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত পরিবর্তন আনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।	স্বাস্থ্য বিষয়ক সাড়াদান ব্যবস্থাকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল করে তুলতে হবে।	আশ্রয় ও গৃহায়ন চাহিদা পূরণে সকলের জন্য মৌলিক সেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুনির্দিষ্ট চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত পরিবর্তন আনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।	বিপদাপন্ন ব্যক্তি চিহ্নিতকরণ ও তাদেরকে সেবা প্রদানের কর্মকান্ড নির্ধারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে।	শিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ডের উদ্যোগসমূহে উপকারভোগী নির্ধারণ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজন অনুসারে খাপ খাইয়ে নেবার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

মূলনীতি	জীবিকা	সামাজিক ভৌত অবকাঠামো	পরিবেশ	শাসন ব্যবস্থা	নগর উন্নয়ন	পর্যটন
সর্বোচ্চ বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী কেন্দ্রীক কর্মসূচি	ভাড়াটিয়া, ভূমিহীন প্রভৃতি শ্রেনীর মতো যাদের উৎপাদনশীল সম্পদের অধিকার ঠিক সুস্পষ্ট নয়, তাদের জীবিকা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।	আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বিপদাপন্ন অংশের জরুরি চাহিদা পূরণ করবে এমন ক্ষুদ্র অবকাঠামোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।	মূলত প্রাকৃতিক সম্পদের উপরে নির্ভরশীল মানুষদের সম্পদহানি এড়াতে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।	আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে বিপদাপন্ন অংশের সেবা প্রদানকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।	নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা ক্ষুদ্র ভূমি/বাড়ির মালিক, ভাড়াটিয়া, নারী, এতিম ও অনানুষ্ঠানিক বাসস্থানের মালিকানা সংক্রান্ত অধিকারের প্রতি সংবেদনশীল হতে হবে।	পর্যটন খাতের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকালে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে রক্ষা করতে হবে। পর্যটন বিকাশের নেতিবাচক প্রভাব হতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে রক্ষা করতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
সক্ষমতা ফিরিয়ে আনা	যে সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডের উপরে মানুষের জীবিকা নির্ভর করে সেগুলোর ক্ষমতায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং কর্মসংস্থান তথ্য কেন্দ্রের মতো নতুন কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।	অবকাঠামো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে স্থানীয় পর্যায়ে উপলব্ধ উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায়ে বিদ্যমান সক্ষমতাকে সন্তোষজনকভাবে কাজে লাগাতে হবে।	প্রাতিষ্ঠানিক ও ভৌত অবকাঠামোর পরিবেশেগত ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।	ক্ষতিগ্রস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো ও কর্মকান্ড পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে, বিদ্যমান ভৌত ও জনবল সম্পর্কিত সক্ষমতাকে সন্তোষজনকভাবে কাজে লাগাতে হবে।	পূর্বের চেয়ে আরো ভালোভাবে নির্মাণ নিশ্চিত করতে পৌরসভার প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতা ও কারিগরী সক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বৃদ্ধি করতে হবে।	প্রতিবেশ বান্ধব পর্যটনের বিকাশের লক্ষ্যে পর্যটন শিল্পে সম্পৃক্ত আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সকল প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে হবে।
মানুষের জীবিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা		জীবিকা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য্য অবকাঠামোর প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।	জীবিকা কৌশলসমূহ যেন স্থানীয় প্রতিবেশের ধারণক্ষমতার মধ্যে থাকে তা নিশ্চিত করতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।	জীবিকার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি প্রতিষ্ঠান পুনঃনির্মাণের জন্য নির্বাচিত প্রযুক্তি যথাসম্ভব শ্রমনিবিড় হতে হবে।	নগর উন্নয়নে স্থানীয় শ্রমশক্তির যথাসম্ভব সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে। ভৌত পরিকল্পনা প্রণয়নে অনানুষ্ঠানিক খাতের উপর নির্ভরশীল জীবিকার উপরে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।	নতুন প্রতিষ্ঠান দ্বারা বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিস্থাপন না করে বরং সেগুলোতে নতুন বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে বাহ্যিক সম্পৃক্ততার সুযোগ রাখতে হবে।
নিরাপদ মানব উন্নয়নে অর্জন	সকলের জন্য লাভজনক কর্মসংস্থানের সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।	সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রণীত জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে পুনরুদ্ধার কর্মসূচির সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে অধিপরামর্শ প্রদান করতে হবে।	পরিবেশ সংরক্ষণের মানবিক নিরাপত্তার বিষয়সমূহকে পুনরুদ্ধার ও পুনর্নির্মাণ কর্মকান্ডের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে নিশ্চিত করতে হবে।	মানবিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে দ্রুত সেবা প্রদানে সক্ষম করার লক্ষ্যকে বেবেচনায় রেখে পুনঃপ্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করতে হবে।	নগর উন্নয়নে এবং দেশের সহস্রাব্দ উন্নয়ন কৌশলসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য নিশ্চিত করতে হবে।	
দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস	প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অর্থনৈতিক অভিঘাত হতে মানুষের জীবিকা রক্ষায় ভৌত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাজাল কর্মসূচি চালু করতে হবে।	অবকাঠামোগত পুনরুদ্ধার ভবিষ্যতকে লক্ষ্য করে সম্পন্ন হতে হবে যাতে নির্মিত অবকাঠামো ভবিষ্যৎ দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত আপদ সহিষ্ণু হয়।	পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়নকালে দুর্বল প্রতিবেশের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।	পুনঃরুদ্ধার পর্যায়ে অবস্থানগত ও অবকাঠামোগত আপদের ঝুঁকি হ্রাস করতে হবে। স্থানীয় কর্মকর্তাদেরকে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের বিষয়ে সচেতন করে তোলার জন্য এটি একটি উপযুক্ত সুযোগ।	নগর উন্নয়নে ভৌত পরিকল্পনা, নাগরিক সমাজের সকল স্তরের সাম্য ও নিরাপত্তার বিষয় বিবেচনায় রেখে প্রনীত হতে হবে।	পরিবেশের ভবিষ্যৎ বিপর্যয় রোধে পর্যটনের প্রসারে ভঙ্গুর প্রতিবেশের অখন্ডতা রক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্তকরণ	সমাজ ভিত্তিক জীবিকা উন্নয়নের আওতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এনজিও সমূহের প্রমাণিত সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে।	সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের আওতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এনজিও সমূহের প্রমাণিত সক্ষমতাকে কাজে লাগাতে হবে।	এনজিও সমূহের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজ ভিত্তিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পুনর্গঠনের বিষয়াবলীর প্রাতিষ্ঠানিক রুপ প্রদান করতে হবে।	সরকার ও সুশীল সমাজ ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাঝে যৌথ অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে দ্রুত পুনরুদ্ধার পর্যায়কে কাজে লাগাতে হবে।	নগর উন্নয়নে বেসরকারি খাতের নিয়ন্ত্রিত ভূমিকা এবং সমাজ ভিত্তিক নগর ব্যবস্থাপনায় সুশীল সমাজের ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে এবং এসকল উদ্যোগের প্রসার ঘটাতে হবে।	পর্যটনে বেসরকারি খাতের সুনিয়ন্ত্রিত ভূমিকা ও সমাজ ভিত্তিক পর্যটনের উদ্যোগে সুশীল সমাজের ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে ও এর প্রসার ঘটাতে হবে।
স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভরশীলতা	বাহ্যিক সাহায্যের উপরে নির্ভরশীলতা কমিয়ে স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধিকে লক্ষ্য করে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জীবিকা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।	অবকাঠামো পুনঃনির্মাণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি নির্বাচন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতে স্থানীয় জনসাধারনের ব্যবহার উপযোগী হতে হবে।	স্থানীয় পরিবেশ সংরক্ষণ কর্মকান্ডে প্রতিবেশের ধারণ ক্ষমতা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি কেন্দ্রিক এবং স্থানীয় অর্থনীতির জন্য সহায়ক হতে হবে।	বাহ্যিক স্টেকহোল্ডারদের উপরে নির্ভরশীলতা হ্রাসকরণে বিশেষভাবে জরুরি পরিস্থিতিতে, দ্রুত পুনরুদ্ধার পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা যেতে পারে।	অন্তর্ভুক্তিমূলক ও ন্যায় ভিত্তিক সার্বিক নগর উন্নয়নের ধারণাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।	আক্রান্ত এলাকাতে পর্যটনের বিকাশ হতে হবে মূলত স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে
স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	সুনির্দিষ্ট ফিডব্যাক ও ফলো আপ পদ্ধতি সহকারে সুস্পষ্ট ও স্বচ্ছ চাহিদা নিরূপণ ও সহায়তা প্রদানের কৌশল প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	অবকাঠামো পুনঃনির্মানের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহনমূলক পদ্ধতি নিশ্চিত করতে হবে এবং স্থানীয় জনসাধারণের নিকট পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও বাস্তবায়নকারীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কৌশল প্রয়োগ করতে হবে।	স্থানীয় কমিউনিটির অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা প্রণীত হতে হবে এবং সময়ভিত্তিক চাহিদা নিরূপণ, মূল্যায়ন, রিপোর্টিং ও শুনানির ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে।	দ্রুত পুনরুদ্ধার কর্মকান্ডে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার বিষয়ে স্থানীয় সরকারের সচেতনতা বৃদ্ধি ও পারস্পারিক জবাবদিহিতা বৃদ্ধির ভালো সুযোগ সৃষ্টি করে।	জনসাধারণের নিকট পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও বাস্তবায়নকারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অংশগ্রহনমূলক পদ্ধতিতে নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।	স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নিকটে পরিকল্পনা প্রণয়নকারী ও বাস্তবায়নকারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের জন্য বিশেষভাবে প্রণীত কৌশল সহকারে অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে, পর্যটন পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।
স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি এবং ভর্তুকি ও বিকেন্দ্রীকরণ	প্রশাসনের যথাসম্ভব সর্বনিম্ন পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্কৃতি, সম্পদের উৎস ও সামাজিক কাঠামোকে জীবিকা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগসমূহে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	পুনরুদ্ধারে স্থানীয় বেসামরিক কর্তৃপক্ষ এবং তৃণমূল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদেরকে প্রধান পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, বাস্তবায়নকারী ও নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকা পালন করতে হবে, এবং জাতীয় কর্তৃপক্ষ মানদন্ড নির্ধারণ ও নজরদারির দায়িত্ব পালন করবে।	পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতাকে শক্তিশালী করতে হবে এবং তাদেরকে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে।	স্থানীয় ও সমাজ ভিত্তিক সমস্যাসমূহ সমাধানে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কৌশল প্রয়োগের প্রচেষ্টা বিদ্যমান থাকতে।	নগর উন্নয়নে স্থানীয় বেসামরিক কর্তৃপক্ষ এবং তৃণমূল পর্যায়ের স্টেকহোল্ডারদেরকে প্রধান পরিকল্পনা প্রণয়নকারী, বাস্তবায়নকারী ও নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকা পালন করতে হবে, এবং আঞ্চলিক ও ফেডারেল কর্তৃপক্ষ মানদন্ড নির্ধারণ ও নজরদারির দায়িত্ব পালন করবে।	
সমন্বয়	পাস্পারিক শক্তি-সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করতে পারস্পারিক সহযোগিতার কৌশল গড়ে তোলার আন্তঃঅংশীদার সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	আর্থিক, ভৌত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের সুবিবেচনাপ্রসূত ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যবস্থাপনা ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।	পুনরুদ্ধার ও পুনঃনির্মাণ পর্যায়ে পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পারস্পারিক বিনিময় ভিত্তিক দর্শন ও পরিকল্পনা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বেসরকারি, স্বেচ্ছাসেবী ও সরকারি অংশীদারদের মাঝে সকল পর্যায়ে সমন্বয় সাধন করতে হবে।	দক্ষতা বৃদ্ধি ও সমন্বিত পুনরুদ্ধারে এবং সমন্বয় সাধনে স্থানীয় সক্ষমতা গড়ে তুলতে প্রশাসনিক ইউনিটকে স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সাথে নিবিড়ভাবে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে।	আর্থিক, ভৌত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের সুবিবেচনাপ্রসূত ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যবস্থাপনা ও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।	কোনো কোনো এলাকাতে পর্যটনের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যহীনতা রোধকল্পে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে পর্যটন সমন্বয় কৌশল গড়ে তুলতে হবে
জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্য নির্ধারণ	জীবিকা পুনরুদ্ধার বিষয়ক সকল কর্মসূচিতে নারী সুবিধাভোগীর সংখ্যা সুস্পষ্টভাবে তালিকাভুক্ত করতে হবে।	সামাজিক ভৌত অবকাঠামো সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষনে নারীদের সক্রিয় সম্পৃক্ততা থাকতে হবে।	পরিবেশেগত পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে, বিশেষ করে প্রাথমিক পরিবেশ উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে নারীদেরকে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করতে হবে।	সরকারি খাতে নারী কেন্দ্রিক অভিযোগ নিস্পত্তি প্রক্রিয়া থাকতে হবে।	নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিশেষ কৌশল প্রনয়নের মাধ্যমে নগর পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহ অংশগ্রহণমূলকভাবে প্রণীত হতে হবে।	পর্যটন ব্যবসা শুধু পুরুষদের জন্য এমন ধারণা পোষণ করা ঠিক হবে না, বরং কোনো নির্দিষ্ট এলাকাতে নারী এ্যাক্টরদেরকে চিহ্নিত করতে হবে ও তাঁদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে হবে।
প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তি	জীবিকা বিষয়ক কর্মকান্ডের উদ্যোগসমূহে উপকারভোগী নির্ধারণ, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজন অনুসারে খাপ খাইয়ে নেয়ার মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	ভৌত অবকাঠামোতে সকলের জন্য মৌলিক সেবা প্রাপ্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুনির্দিষ্ট চাহিদার ভিত্তিতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত পরিবর্তন আনয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশগত পরিবর্তন আনয়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা নিরূপণে তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে।	সরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনসমূহের মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে; সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।	নগর উন্নয়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সকল সুযোগ লাভের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে; এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।	